দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 09 APR 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন প্রসঙ্গে

আজকের বিশ্বে কোন জাতির অর্থনৈতিকসহ সার্বিক উন্নয়ন-অগ্রগতি অর্জনের অন্যতম প্রধান শর্ত উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, কোন জাতি শিক্ষাক্ষেত্রে তার ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা বর্জন করবে। বরং স্বকীয়তা বজায় রেখেই প্রথা-প্রক্রিয়া পরিবর্তনসহ প্রয়োজনীয় বিষয় যুক্ত করার মাধ্যমে শিক্ষাকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে। বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নানামুখী শিক্ষা চালু রয়েছে। এ কারণে ভবিষ্যত নাগরিকদের সকলের জন্য সমমানের শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তাদের মেধার বিকাশও সমভাবে হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই বৈষম্যের পাশাপাশি শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে পৌছানোর ব্যাপারেও বিশেষ কোন অগ্রগতি নেই। এই প্রেক্ষাপটে সরকার যে প্রাথমিক স্তরে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর চিন্তা-ভাবনা করছে, তা প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নেই। তবে একমুখী শিক্ষার মানে এই হওয়া উচিত হবে না যে, মাদ্রাসা শিক্ষা ও স্কুল শিক্ষা এক হয়ে যায়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রান্তিকালীন যে কোন পরিবর্তন হতে হবে সুচিন্তিত ও সুপ্রণীত। এজন্য সর্বোচ্চ জাতীয় গুরুত্ব দিয়ে নতুন এই শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা মহল বিশেষের মন-পছন্দ নীতি নয়, বরং আকারে-প্রকারে-বিষয়ে-লক্ষ্যে এই নীতি হতে হবে জাতীয় গড় চেতনার ভিত্তিতে আধুনিকায়িত। এরকম একটি শিক্ষানীতি জাতির দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত হলেও পাঁচটি শিক্ষা কমিশন একটি সুপ্রযুক্ত শিক্ষানীতি জাতিকে উপহার দিতে পারেনি। এর প্রমাণ ঐ পাঁচটি কমিশনের একটিও পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সুপারিশ মাত্র বাস্তবায়িত হয়েছে। এই বাস্তব প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বর্তমান সরকারকে একই সাথে জাতীয় ঐতিহ্য-চেতনা নির্ভর এবং যুগোপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।

শিক্ষানীতি নিয়ে এবার যে চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে, সে ব্যাপারে দৈনিক ইনকিলাব-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বাংলা, ইংরেজী ও মাদ্রাসা– তিন মাধ্যমের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রেখেই সুনির্দিষ্ট কারিকুলামের আলোকেই এ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা চলছে। প্রতিটি মাধ্যমেই নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় আবশ্যিক রেখে সময়োপযোগী বিষয় প্রতিটি মাধ্যমেই নিজস্ব পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত করা হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, চলমান ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষাকে একীভূত করা হবে। বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক ও আধুনিক শিক্ষার আলো সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে সরকার এ নীতি প্রণয়নের চিন্তা-ভাবনা করছে। এর আগে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে, কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে প্রণীত ১৯৯৭ সালের শামসুল হক শিক্ষানীতি যুগোপযোগী করে বাস্তবায়ন করা হবে। তখন মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। কারণ, এই কমিশন সম্পর্কে অবহিত বিশেষজ্ঞদের মতে, এ কমিশনের মাধ্যমে দেশে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে মাদ্রাসার প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে। এ দেশে ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষা হিসেবে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা শুধু জনগণের আবেগ-ঐতিহ্যের বিষয় নয়, বরং বাস্তব প্রয়োজনীয়তারও বিষয়। সর্বোপরি আজ যে নৈতিকতার সংকট তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষা তার অবলীলাময় সমাধানে সক্ষম। বর্তমান সরকারও মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বলেছেন, আলেম সমাজের সাথে আলোচনা করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করা যেতে পারে।

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর এই সুবিবেচনাপ্রসূত বক্তব্য নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসঙ্গে গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে খবরে জানা গেছে। যাদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে, তারা সবাই উপযুক্ত ব্যক্তি, এতে সন্দেহ নেই। তবে অতীত অভিজ্ঞতার কারণে তাদের সবার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশবাসী শতভাগ নিশ্চিত হতে পারবেন, এমন মনে করছেন না পর্যবেক্ষক মহল। বাস্তবেও যদি অবস্থা তা-ই হয়ে উঠে, তাহলে তাদের প্রণীত শিক্ষানীতি সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য হবে কি না, এই নিয়ে সংশয় থেকেই যাবে। একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন প্রসঙ্গে বাস্তবতার তাগিদেই দেশের শিক্ষার তিন মাধ্যমেরই প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব থাকা অপরিহার্য। সেখানে মাদ্রাসার কোন প্রতিনিধিত্ব না থাকার অর্থ হবে, যাদের ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব সর্বজনবিদিত, তাদের যথাযথ বিবেচনা লাভ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা বঞ্চিত হবে। বাস্তবে মাদ্রাসা শিক্ষার আদ্যোপান্ত বা খুঁটিনাটি অবগত না থাকাও এর আরেক কারণ। স্মরণ রাখতে হবে, মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য বহাল রাখার বিষয়টি নিশ্চিত না হলে দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ তা মেনে নেবেন না। ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তাতে সরকারের ভাবমর্যাদা কোনভাবেই উজ্জ্বল হবে না। এই বাস্তবতা বিবেচনায় রেখেই নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।